উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও অধিকারের উন্নতিকল্পে তাদের দক্ষতা বর্দ্ধন

বঞ্চনার শিকার সবাই
উৎকণ্ঠা সবার
সমাধানে একত্রিত সবাই

প্রকল্পের ভিত্তিমূলক সমীক্ষার সিদ্ধান্তসমূহ

ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড, লন্ডন-এর সহায়তায় ও ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট - সিভিল সোসাইটি চ্যালেঞ্জ ফাণ্ড, গ্লাসগো-এর আর্থিক সহায়তাক্রমে সলিডারিটি অ্যান্ড অ্যাকশন এগেইনস্ট দি এইচ.আই.ভি. ইনফেকশন ইন ইন্ডিয়া (সাথী)-এর একটি উদ্যোগ

অগাস্ট ২০০৯

প্রকল্পের অধীনস্ত কর্মীদের সহায়তায় এই বিবরণ প্রস্তুত করেছেন পরামর্শদাতাদ্বয় সতীশ চন্দ্রন ও পি.সি. কাশিনাথ এবং সাথীর পক্ষ থেকে বহিস্তা দস্তুর

স্বীকৃতি

বিভিন্ন কারণে এই সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমত, তথ্য সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে তাদের সহযোগিতা লাভ করা এক বিশাল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এই সমীক্ষায় যে সম্প্রদায়দ্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে – 'এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন এমন ব্যক্তি' ও 'যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষ' – তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য যেহেতু স্পর্শকাতর, তাই তাদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য রাজি করানো এবং তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য জেনে নেওয়া কঠিন ও সমস্যার কাজ। অধিকন্তু, বেশিরভাগ ধারণা যা ব্যবহার করা হয়েছে এই বিবরণে যেমন অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী আর জোটবদ্ধ হওয়া, এখনও পর্যন্ত তা অস্পষ্ট, এবং তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকাতেও এই বিষয়ে কোনও ধারণা দেওয়া নেই। সেই কারণে এই ধারণাগুলি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং সেই সংজ্ঞা তত্ত্বানুসন্ধানের দল ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের জানানোর দরকার হয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমরা এই সমীক্ষার কাজ শেষ করতে পেরেছি। আমরা সমীক্ষার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার কারণে সাথীর সহযোগী বেঙ্গল নেটওয়ার্ক অফ পিপল লিভিং উইথ এইচ.আই.ভি./এইড্‌স, এলান, ফেলোশিপ, জলপাইগুড়ি সোসাইটি ফর পিপল লিভিং উইথ এইচ.আই.ভি./এইড্‌স, কলিঙ্গ নেটওয়ার্ক ফর পিপল লিভিং উইথ এইচ.আই.ভি./এইড্‌স, কলকাতা নেটওয়ার্ক অফ এইচ.আই.ভি. পজিটিভস, কলকাতা রিস্তা, মানস বাংলা, নর্দান ব্ল্যাক রোজ, প্রাজক, সখা, শান্তি সেবা এবং স্বীকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ।

মূল তত্ত্বানুসন্ধানী দলটির প্রত্যেকের নাম নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিটি বিষয়ে জানার ও আলোচনার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ আমদের অভিভূত করেছে। সমীক্ষায় তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলির ছক ও পরিকল্পনা, প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্র-পরীক্ষণে সহায়তা ও পরামর্শ দানের জন্য, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও ব্যবহারের উপযোগী করে তথ্যাদি সাজিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়েও তত্ত্বানুসন্ধান দলকে সাহায্য করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের কাছে আমরা ঋণী : অনীশ রায় চৌধুরী, অনুপম হাজরা, বাপ্পা পাঁজা, বিশ্বভূষণ পট্টনায়ক, বিশ্বজিৎ দাস, বিশ্বনাথ নন্দী, ফারিস খান, জগদীশ জানা, মিতালি মোহান্তি, শান্তনু পাইন, শুভদীপ রায়, সুদেব সাধু, সুধা ঝা, সুকান্ত সাহা এবং তাহমিদ চৌধুরী। এছাড়াও যাদের সাহায্য ছাড়া এই সমীক্ষার কাজ শেষ করা সম্ভব হতো না তারা হলেন পবন ঢল, সাথী এবং সরিতা বরপাণ্ডা, ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড। সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পি.সি. কাশিনাথ
সতীশ চন্দ্রন
মুখ্য পরামর্শদাতা
অগস্ট ২০০৯

মূল তত্ত্বানুসন্ধানী দল
সতীশ চন্দ্রন, পি.সি. কাশিনাথ

উড়িষ্যার দল

অর্চনা নাইক - তত্ত্বানুসন্ধান সমন্বয়সাধক

তত্ত্বানুসন্ধান সহায়ক

বিজয়া লক্ষ্মী মোহান্তি

সত্যসুন্দর মিশ্র

সেনাপতি নায়ক

পশ্চিমবঙ্গের দল

অমিতাভ সরকার - তত্ত্বানুসন্ধান সমন্বয়সাধক

তত্ত্বানুসন্ধান সহায়ক

পরজন্য সেন

রাধিকা সরকার

সপ্তর্ষি মন্ডল

বহিস্তা দস্তুর - সম্পাদনা সহায়তা

ভিত্তিমূলক সমীক্ষার সারাংশ

এই বিবরণে 'উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও অধিকারের উন্নতিকল্পে তাদের দক্ষতা বর্দ্ধন' প্রকল্পের ভিত্তিমূলক সমীক্ষার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি সাধারণভাবে জোটবদ্ধ পক্ষসমর্থনের জন্য প্রকল্প বলে পরিচিতি লাভ করেছে। এই প্রকল্পটি ইন্টারাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড, লন্ডন-এর সহায়তায় ও ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট - সিভিল সোসাইটি চ্যালেঞ্জ ফাণ্ড, গ্লাসগো-এর আর্থিক সহায়তাক্রমে সলিডারিটি অ্যান্ড অ্যাকশন এগেইনস্ট দি এইচ.আই.ভি. ইনফেকশন ইন ইন্ডিয়া (সাথী)-এর একটি উদ্যোগ। মূলত সাথী-র কলকাতা ও ভুবনেশ্বর অফিসের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে।

এই প্রকল্পের উপকৃত জনসম্প্রদায় বা মুখ্য জনগোষ্ঠীদ্বয় হলেন যে সকল ব্যক্তি এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন তারা ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষজন। এছাড়াও এই সকল ব্যক্তিদের জন্য যে সকল সমভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সহায়তা জ্ঞাপক দল বা নেটওয়ার্ক রয়েছে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে, তারাও এই প্রকল্পের জন্য উপকৃত গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে । অন্যান্য যে সকল সংস্থা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. নিয়ে কাজ করে থাকে তাদেরও এই প্রকল্পের জন্য মুখ্য গোষ্ঠী হিসাবে গন্য করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো উন্নতমানের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সাম্য সৃষ্টি, এবং এই স্বাস্থ্য-সাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে এইচ.আই.ভি. নিয়ে যারা বেঁচে আছেন ও যৌন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের দারিদ্র দূরীকরণ। ভারত সরকারের জাতীয় এইড্স নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী - তৃতীয় পর্যায় (২০০৭-২০১২), জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন ও প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী - দ্বিতীয় পর্যায় (২০০৪-২০০৯) -এ যেসকল কর্মসূচী নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেই কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। ভারতীয় সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপকৃত জনগোষ্ঠীগুলির সদস্যদের ক্ষমতায়ণ করা এই প্রকল্পের আরও একটি উদ্দেশ্য যাতে এই সকল ব্যক্তিগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। এই প্রকল্পটির সময়সীমা ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত।

এই প্রকল্পের কারণে চারটি মূল ফল পাওয়া যাবে

১) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের মধ্য থেকে যাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা যাবে, এছাড়াও সমমনস্ক সহায়তা প্রদান ও সহায়তা জ্ঞাপক দল গঠনের মাধ্যমে পক্ষ সমর্থনের কাজে এদের যোগদান সুনিশ্চিত করা যাবে।

২) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে রাজ্যভিত্তিক জোট তৈরি করা ও সেটি শক্তিশালী করে তোলা যাতে এই জোট যৌন সংখ্যালঘু ও এইচ.আই.ভি. নিয়ে যে সকল মানুষ বেঁচে আছেন সেই সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষদের অধিকারের বিষয়ে পক্ষসমর্থনের কাজ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও আশা করা হচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়ন ও তার রূপায়নে পর্যবেক্ষণের কাজেও এই জোটকে সামিল করে তোলা

৩) জেলা/রাজ্যস্তরে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক আর যৌন সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের সহায়তা জ্ঞাপক গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়ে তুলে, এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে প্রভাবশালী ও গুরুতপূর্ণ তাদের সঙ্গে এইসকল সংগঠনগুলির যোগাযোগ ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে উন্নততর পারিপার্শ্বিক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা

৪) উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্স নিয়ে বেঁচে আছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের যাতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অনুসারী পরিষেবা সহজগম্য হয় তার জন্য পরিষেবা গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা

এই সমীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো উপর্যুক্ত চারটি উদ্দেশ্য ও যে সকল পরিমাপক সূচকগুলি ধার্য করা হয়েছে প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ভিত্তিমূলক পর্যালোচনা করা। সম্পদ ও সময়সীমাকে মাথায় রেখে এই সমীক্ষাটি নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা হয়েছে পর্যালোচনা করার জন্য -

- যে সকল সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা তৈরি হয়েছে উপকৃত (যারা এইচ.আই.ভি. বা এইড্স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত) জনসম্প্রদায়গুলির জন্য তার পরিচালনা ও কর্তৃত্বের কাঠামো, সংস্থার কার্যপ্রণালীতে উপকৃত জনসম্প্রদায়গুলির অর্ন্তগত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, এবং সংস্থার নের্তৃত্বে কোনও ফাঁক রয়েছে কি না
- সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সেই সংস্থায় যোগদান সম্পর্কে উপকৃত জনসম্প্রদায়গুলির অর্ন্তগত ব্যক্তিদের ধারণা, এবং জোটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘৃণা ও বৈষম্যের মতো বিষয়কে মোকাবিলা করতে কতখানি ইচ্ছুক
- উপকৃত জনসম্প্রদায়গুলির অর্ন্তগত ব্যক্তিরা কি কি ধরণের ঘৃণা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, এর ফলে তাদের স্বাস্থ্য ও সমাজিক উন্নয়নের উপর কি ধরণের প্রভাব পড়ছে তা বিবেচনা করা (এর মধ্যে ঘৃণা ও বৈষম্যের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ক পরিষেবা কতটা সহজলভ্য আর কতটা সহজগম্য তাও বিচার করা হবে)
- ঘৃণা ও বৈষম্য দূর করার জন্য সম্প্রদায়ের তরফ থেকে কোন কোন মূল বিষয়ের উপর পক্ষসমর্থনের কর্মসূচী ও কি কি বিষয়ের উপর দক্ষতাবর্দ্ধন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ক পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা, পরিষবার সহজলভ্যতা, সহজগম্যতা আর গুণমান সম্পর্কে উপকৃত জনসম্প্রদায়গুলির অর্ন্তগত ব্যক্তিদের কি কি আশা রয়েছে, এবং এই পরিষেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আশা করেন কি না
- উপকৃত জনসম্প্রদায়গুলির অর্ন্তগত ব্যক্তিরা অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝেন, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্তাবিত জোটের কর্মপদ্ধতি ও পক্ষসমর্থনের কর্মসূচীর মধ্যে কিভাবে অর্ন্তভুক্ত করে নেওয়া যায়

এই সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের লগফ্রেম অ্যানালিসিস-এর অর্ন্তগত উপাদানগুলিকে উন্নত করা, বিশেষত পরিমাপক সূচকগুলিকে আরও উন্নত করা এবং সে সঙ্গে ভিত্তিমূলক মানকে পরিমাপ করা।

মূল তত্ত্বানুসন্ধানের দলে দুই জন প্রধান পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞ, দুই জন রাজ্যস্তরীয় তত্ত্বানুসন্ধান সমন্বয়সাধক, এবং সাত জন তত্ত্বানুসন্ধান সহায়ক ছিলেন। এছাড়াও এই দলে সাথী-র বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, কর্মচারীবৃন্দ ছিলেন যারা সমীক্ষার ছক ও পরিকল্পনা, আর সমীক্ষার প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্র-পরীক্ষণে সহায়তা করেছেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, ব্যবহারের

উপযোগী করে তথ্যাদি সাজিয়ে দেওয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়েও তত্ত্বানুসন্ধান দলকে সাহায্য করেছেন।

সমীক্ষার সময়সীমা ও ভৌগোলিক পরিধি: উল্লিখিত প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা থেকে দুটি করে বেছে নেওয়া জেলায় ২০০৮-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাস অবধি এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। জাতীয় এইড্‌স নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দেশের বিভিন্ন জেলাকে এইচ.আই.ভি.-এর প্রকোপ অনুসারে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন এই সমীক্ষার জন্য। দুটি রাজ্যেই সেই শ্রেণিভাগ অনুযায়ী একটি করে 'এ' শ্রেণি ও একটি করে 'বি' শ্রেণির জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যখন জেলা দুটিকে বেছে নেওয়া হয় তখন সেই জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল - দুটি রাজ্যেরই একটি করে জেলা শহরকেন্দ্রিক আর একটি করে জেলা গ্রামকেন্দ্রিক। উড়িষ্যার যে দুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেই দুটি হলো - ভদ্রক ('এ' শ্রেণিভুক্ত) ও খুরদা ('বি' শ্রেণিভুক্ত)। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে জেলা দুটি হলো - কলকাতা ('এ' শ্রেণিভুক্ত) ও জলপাইগুড়ি ('বি' শ্রেণিভুক্ত)।

যে জনসম্প্রদায়কে লক্ষ্য রেখে এই সমীক্ষা করা হয়েছে তারা হলেন -

- যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায় - পুরুষ থেকে মহিলা রূপান্তরকামী, সমকামী পুরুষ, উভকামী ও যে সকল পুরুষ পুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হন, সমকামী ও উভকামী নারী, মহিলা থেকে পুরুষ রূপান্তরকামী (আনুমানিক জনসংখ্যা: উড়িষ্যা - ৪০০০; পশ্চিমবঙ্গ - ১২০০০)
- যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন - পুরুষ, মহিলা ও রূপান্তরকামী (আনুমানিক জনসংখ্যা: উড়িষ্যা - ৯৫০০; পশ্চিমবঙ্গ - ১৬০০০)
- প্রস্তাবিত জোটের সম্ভাব্য সদস্যদের পরিচালকগণ (যৌন সংখ্যালঘু ও যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের সম্প্রদায়গত সংস্থা, অন্যান্য নাগরিক সংগঠন যারা এই জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করেন বা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ের উপর কাজ করেন)

আনুমানিক জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০৭ সালের সরকারী ও নাগরিক সংগঠনগুলির অনুমানের ভিত্তিতে।

তত্ত্বানুসন্ধানের উপকরণ: এটা ঠিক করা হয়েছিল যে এই সমীক্ষার জন্য বিন্যস্ত সাক্ষাৎকার তফশিল (স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ শিডিউল), নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীর আলোচনা (ফোকাস্‌ড গ্রুপ ডিসকাসন), তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকার পর্যালোচনা (লিটারেচর রিভিউ) -কে সমীক্ষার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তিন প্রকারের বিন্যস্ত সাক্ষাৎকার তপশিল তৈরি করা হয়েছে - একটি সেই সকল সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের জন্য যারা এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন, দ্বিতীয়টি যৌন সংখ্যালঘুদের জন্য, এবং তৃতীয়টি প্রস্তাবিত জোটের সম্ভাব্য সদস্যদের পরিচালকগণের জন্য। সাক্ষাৎকার তফশিলের থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তার অনুপূরক হিসাবে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীর আলোচনারও একটি তফশিল তৈরি করা হয়েছে। যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য মৌখিক সম্মতি নেওয়া হয়েছে।

নমুনাকরণের যুক্তি: যেহেতু এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য নাগরিক সংগঠনগুলিকে একত্র করে জোট তৈরি করে নাগরিক সংগঠনগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য আর এইচ.আই.ভি. বিষয়ক পক্ষসমর্থনের কাজ করা, সেহেতু সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে তাদের সংযোগ কতটা রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই সমীক্ষায় নাগরিক সংগঠনগুলির কাজকর্ম ও পরিচালনার বিষয়কেও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হবে। এই বিষয়ে তথ্য জানার জন্য নাগরিক সংগঠনগুলির কার্যকর সদস্য, সাধারণ সদস্য, সদস্যদের পরিবারের লোকজন ও বন্ধুরা, এবং এইসব সংগঠনগুলি থেকে উপকৃত জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হবে।

তত্ত্বানুসন্ধানী দলের নিজেদের মধ্যে আলোচনায় এটা জানা গেছে যে, এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের সহায়তা গোষ্ঠীর (সম্প্রদায়ভিত্তিক দল) সদস্যদের মধ্যে কেবলমাত্র ১৫% তারা যে সহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত সেই গোষ্ঠীর কোনও কাজে নিজেদের সংযুক্ত করে থাকে। যারা নিজেদের সংযুক্ত রাখে সহায়ক দলের কাজের সঙ্গে তার মধ্যে শুধুমাত্র ৪% সদস্যকে এই সমীক্ষার নমুনা হিসাবে ধার্য করা হয়েছে বিন্যস্ত সাক্ষাৎকার তফশিলের জন্য।

বিন্যস্ত সাক্ষাৎকার তফশিলের জন্য দুই রাজ্যের থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের বেছে নেওয়ার জন্য নমুনাকরণের সময় খেয়াল রাখা রয়েছে যাতে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের শারীরবৃত্তীয় লিঙ্গ, সামাজিক লিঙ্গ, যৌনগত অবস্থান ও যৌন পরিচিতিগত প্রতিনিধিত্ব সুরক্ষিত হয়। এছাড়াও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নির্বাচন করার সময় তাদের বয়স, বৈবাহিক সম্পর্ক, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আচরণগত ঝুঁকি এবং জীবিকা যেমন যৌনকর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়েছে। যারা এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে থেকেও সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য পুরুষ, মহিলা, কিছু সংখ্যক শিশু, এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের গণ্য করা হয়েছে। শিশুদের বিষয়ে তথ্য জানার জন্য তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নির্বাচন: বিন্যস্ত সাক্ষাৎকার তপশিল ও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীর আলোচনার জন্য যে সকল ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে মূলত এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের সহায়তা গোষ্ঠীর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে। এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের সহায়তা গোষ্ঠীর তরফ থেকে পাঠানো স্বেচ্ছাসেবকেরা এই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তত্ত্বানুসন্ধানের দলটিকে সহায়তা করেছে। যেহেতু উপর্যুক্ত জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে অনেক সময়েই খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়, তাই সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের সহজলভ্যতা বা অ-সম্ভাব্যতাকে মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

সামগ্রিক সিদ্ধান্ত: এই বিবরণে সাধারণভাবে মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠীর অর্ন্তগত মানুষজন যে ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার শিকার হয়েছেন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ও যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অর্ন্তগত যে সকল ব্যক্তিরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তারা জানিয়েছেন যে বিগত বছরগুলিতে তারা কিছুক্ষেত্রে মাঝেমাঝেই বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার শিকার হয়েছেন। 'প্রতিবেশী বা সাধারণ জনগণ',

‘পরিবারের সদস্যগণ’ এবং ‘স্বাস্থ্য কর্মী’দের তারা প্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দুটি রাজ্যেই এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিরা সাধারণভাবে যে সকল ঘটনাগুলিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বলে সনাক্ত করেছেন সেগুলি হলো এইচ.আই.ভি.-এর কারণে এক ঘরে করে দেওয়া, চাকরি খোয়ানো, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চনা। যৌন সংখ্যালঘু মানুষজন যে বিষয়গুলিকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করেছেন মানাবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসাবে সেগুলি হলো মানসিক লাঞ্ছনা, মৌখিক অবমাননা, শারীরিক অত্যাচার, শিক্ষার অধিকার ও কাজের অধিকার থেকে বঞ্চনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চনা, এবং সর্বোপরি পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা এই সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কারণ হিসাবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন সেটি হলো ‘অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতার কারনে মানুষের মনের ভীতি’। ‘আইনি বিষয়’, ‘ জ্ঞান বৃদ্ধি ও মানসিক পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষসমর্থনমূলক পদক্ষেপের অনুপস্থিতি’, ‘রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপকৃত জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলির উপস্থাপনার অনুপস্থিতি’-ও একই সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক স্তরে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তি বা যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত ব্যক্তিদের দৃশ্যমানতা এবং এইচ.আই.ভি. সংক্রমনের অবস্থান, সামাজিক লিঙ্গ পরিচিতি আর লিঙ্গগত অবস্থান প্রকাশের ব্যাপারেও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

এই মুহুর্তে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের দৃশ্যমানতা খুবই ক্ষীণ এবং আরও বেশী দৃশ্যমানতা প্রয়োজন। তবে এই দৃশ্যমানতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা রয়েছে। লাঞ্ছনা, অত্যাচার বা চাকরি খোয়ানোর ভয়, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া এই দৃশ্যমানতা না থাকার পিছনে অন্যতম বাধা। বেশিরভাগ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মনে করেন যে কখনওই কোনও ব্যক্তিকে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য জোর করা উচিত নয়। যদিও দৃশ্যমান হওয়ার জন্য সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত ব্যক্তিদের নানাবিধ প্রশিক্ষণ, প্রণোদন ও সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে দিতে সক্ষম হলে (যেমন কোনও ব্যক্তির এইচ.আই.ভি. অবস্থান জানার পরে যদি তিনি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন তবে তাকে সেই সমস্যার মোকাবিলার জন্য সহায়তা করা) এই অবস্থা বদলে ফেলা সম্ভব হতে পারে। যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই দৃশ্যমানতার প্রধান বাধা হলো পুলিশ ও গুন্ডাদের হাতে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের ভয়, পরিবার ও প্রতিবেশীদের থেকে এক ঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়, এমনকী গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়। কয়েকজন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী জানিয়েছেন যে সমমনস্ক কোনও বন্ধু না পাওয়া ও কোনও রোল মডেল দেখতে না পাওয়াও এই দৃশ্যমানতা না থাকার পিছনে অন্যতম কারণ।

প্রকল্পের ফলের সঙ্গে সিদ্ধান্তগুলির সংযোগ:

সম্ভাব্য ফল ১: উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্স নিয়ে জীবনযাপন করছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের মধ্য থেকে যাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা, এছাড়াও সমমনস্ক সহায়তা প্রদান ও সহায়তা জ্ঞাপক দল গঠনের মাধ্যমে পক্ষ সমর্থনের কাজে এদের যোগদান সুনিশ্চিত করা

এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক ও যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বগুণ সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণের ধারণা গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান করা হয়েছে। উড়িষ্যার যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে ৯৫% মনে করেন যে তাদের নেতাদের নেতৃত্ব বিষয়ক ও দক্ষতাবর্দ্ধন সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এইচ.আই.ভি. নিয়ে যে

সকল মানুষ বেঁচে আছেন সেই সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে ৮৬% একই মত ব্যক্ত করেছেন। উড়িষ্যার এইচ.আই.ভি. নিয়ে যে সকল মানুষ বেঁচে আছেন সেই সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে ৫৩% বলেছেন যে তাদের নেতাদের সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে ৭৪% মনে করেন যে তাদের নেতাদের সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাওয়া গেছে।

নেতৃত্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরেই মুখ্য সমস্যা লুকিয়ে আছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা মনে করেন যে সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্রে ও সংস্থা শক্তিশালী ও মজবুত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করেন যে নেতৃত্বের দক্ষতাবর্দ্ধনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির মাসিক বা সাপ্তাহিক দলীয় সভার অন্যতম বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া দরকার।

সম্ভাব্য ফল ২: উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে রাজ্যভিত্তিক জোট তৈরি করা ও সেটি শক্তিশালী করে তোলা যাতে এই জোট যৌন সংখ্যালঘু ও এইচ.আই.ভি. নিয়ে যে সকল মানুষ বেঁচে আছেন সেই সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষদের অধিকারের বিষয়ে পক্ষসমর্থনের কাজ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও আশা করা হচ্ছে যে প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়ন, রূপায়ন ও পর্যবেক্ষণের কাজেও এই জোটকে সামিল করে তোলা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার প্রত্যুত্তর দিতে হলে এবং সামাজিক পরিবর্তন আনতে গেলে এই জোটের সদস্য সংগঠনের যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে জোটের সদস্যদের যে উপকৃত জনগোষ্ঠী তাদের যোগদানও প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীর পক্ষসমর্থনের কাজে দলভিত্তিক সংযুক্তি উড়িষ্যার তুলনায় অনেক বেশী (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৬২% আর উড়িষ্যার ক্ষেত্রে ৪৪%)। অনেক সাক্ষাৎকার প্রদানকারী জানিয়েছেন যে তারা যে গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত সেই গোষ্ঠী কোনও প্রকার পক্ষসমর্থনের কাজে যুক্ত কি না সেই বিষয়ে তাদের কোনওরকম ধারণাই নেই। এই ঘটনা দিক্‌নির্দেশ করে যে পক্ষসমর্থন কাকে বলে সেই বিষয়ে তাদের কোনও সম্যক জ্ঞান নেই। একই সময়ে এটাও পরিষ্কার যে পক্ষসমর্থনের কাজ হলেও সেই কাজের খতিয়ান বা খবর নেতৃত্বের তরফ থেকে উপকৃত জনসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছয় না। ব্যক্তিগত স্তরে পশ্চিমবঙ্গের যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজনের (সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীর সদস্য অথবা নন এমন) মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে যোগদানের পরিমাণ উড়িষ্যার বসবাসকারী যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজনের তুলনায় অনেক বেশী।

সম্ভাব্য ফল ৩: জেলা/রাজ্যস্তরে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক আর যৌন সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের সহায়তা জ্ঞাপক গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়িয়ে তুলে, এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে প্রভাবশালী ও গুরুতপূর্ণ তাদের সঙ্গে এইসকল সংগঠনগুলির যোগাযোগ ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে উন্নততর পারিপার্শ্বিক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা

দুই রাজ্যের সমীক্ষা কেন্দ্রে বেশীরভাগ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীই বলেছেন যে উন্নততর পারিপার্শ্বিক কথাটির মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো 'ঘৃণা ও বঞ্চনামুক্ত সামাজিক পরিবেশ' ও 'স্বাস্থ্য পরিষেবার সহজলভ্যতা' তৈরি করা। এই উন্নততর পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির জন্য মানবাধিকার আন্দোলনের প্রভাবের ক্ষেত্রে দুটি রাজ্যে

ভিন্ন মেরুর ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। উড়িষ্যায় মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে দুটি মুখ্য উপকৃত জনসম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের যোগদানের উদাহরণ প্রায় নেই। অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গে (যেখানে যৌন সংখ্যালঘু ও এইচ.আই.ভি.-এর সঙ্গে জড়িত অধিকার বিষয়ক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের) যে সকল যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত ব্যক্তিরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১০০% মনে করেছেন যে তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি যথেষ্ট পরিমাণে দৃশ্যমানতা পেয়েছে, এবং ৯০% মনে করেছেন যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচ.আই.ভি.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি আগের থেকে উন্নত হয়েছে। কিন্তু এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন এমন সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত যে সকল ব্যক্তিরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাত্র ৫০% এবং ৪৩% যথানুক্রমে সেই কথা মেনে নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজন নীতি ও কর্মসূচীগত পরিণতির ক্ষেত্রে এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন এমন সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজনের তুলনায় অনেক আশাবাদী চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু ঘৃণা ও বঞ্চনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাঞ্ছনা ও শোষণমূলক বিষয়ে যৌন সংখ্যালঘু ও এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন এমন সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজনের উত্তর একই রকম হতাশা উদ্রেককারী। কেবলমাত্র ২৯% যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ও ৩৬% এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন এমন সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মনে করেন যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ যে ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কথা জানিয়েছেন তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আইনি সুবিধা ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সমীক্ষা থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে সকল উদাহরণ জানা গেছে, তার মধ্যে মাত্র কয়েকজনই ব্যক্তিগত স্তরে (দুটি রাজ্যেই এবং মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠীর লোকজন) গত এক বছরে এই সকল ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বলেছেন যে সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনের দায়িত্ব হলো যে তাদের উপকৃত জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

মানবাধিকার রক্ষার জন্য উপকৃত জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি করে ঘৃণা ও বঞ্চনার ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিকার করা ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে প্রভাবশালী ও গুরুতপূর্ণ ব্যক্তিদের, যারা অনেক সময়েই এই ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। যাদের কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রূপায়ণে প্রভাবশালী ও গুরুতপূর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তারা হলেন পরিবারের সদস্য, পুলিশ, উকিল, স্বাস্থ্য কর্মী, সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা এবং সংবাদ মাধ্যম।

সম্ভাব্য ফল ৪: উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. বা এইড্স নিয়ে বেঁচে আছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাদের যাতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অনুসারী পরিষেবা সহজগম্য হয় তার জন্য পরিষেবা গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা

এই সম্ভাব্য ফলটি প্রকল্পের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ক পরামর্শ প্রদান পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী বা বেসরকারী যে সকল পরিষেবা আছে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আশা করা হচ্ছে যে প্রকল্পের অর্ন্তগত পরামর্শ প্রদান পরিষেবাটির মাধ্যমে পরোক্ষে মুখ্য

উপকৃত জনসম্প্রদায়ের এই সকল পরিষেবা গ্রহণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কাছে এই পরিষেবাগুলি আরও সহজগম্য হবে।

এই সমীক্ষা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ক যে সকল পরিষেবা রয়েছে তার সহজগম্যতা ও সহজলভ্যতা বর্তমানে কতখানি তা অনুসন্ধান করেছে। যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে দুটি রাজ্যেই এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত শিশুদের অবস্থা সবথেকে খারাপ। এ.আর.টি. ওষুধ ও রোগনির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিরা অনেক ভালো পরিষেবা পেয়ে থাকেন উড়িষ্যার তুলনায়। উড়িষ্যায় বসবাসকারী যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত ব্যক্তিরাও বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একই রকমভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা জানিয়েছেন যে কি কি পরিষেবা পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানোও বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও প্রস্তাবিত জোটের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

দুই রাজ্যের উপকৃত জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বলেছেন যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. সম্পর্কিত পরিষেবা গ্রহণ ও সহজগম্য করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের ব্যবহার ও আচরণ হলো সবথেকে বড় বাধা। এছাড়াও 'ওষুধের যোগানের অভাব', 'স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দূরত্ব' ও 'লোকে জেনে যাবে' - এই বিষয়গুলিও পরিষেবা গ্রহণ ও তার সহজগম্যতার অন্তরায় বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হলো কিছু সাক্ষাৎকার প্রদানকারী 'সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সহায়তা না পাওয়া'কে অন্যতম বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। উপরন্তু যে সকল ব্যক্তি যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত এবং সে সঙ্গে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত তাদের উপর ঘৃণার ভাব ও তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার পাওয়ার ঘটনা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তবে ভালো বিষয় হলো বেশ কিছু হিজড়ে সম্প্রদায়ের মানুষ শংসাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রদেয় পরিষেবা গ্রহণ করছেন।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ বিশেষ পরিষেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষ থেকে মহিলা ও মহিলা থেকে পুরুষ লিঙ্গান্তরকামী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত পরিষেবা; সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত যোজনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো যাতে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা সম্ভব হয়।

অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী: যেহেতু এই প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানবাধিকার কেন্দ্রিক, তাই অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী কাকে বলে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবিত জোটের সম্ভাব্য সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীর আলোচনার ভিত্তিতে এবং প্রকল্পের প্রায়োগিক দলের সদস্যদের আলোচনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি তৈরি করা হয়েছে।

অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী হলো নিম্নলিখিত নীতি ও মনোভাবকে অবলম্বন করা ও সেই নীতিকে গ্রহণ করা:

- প্রতিটি মানুষের, তা তিনি যে সম্প্রদায়েরই অর্ন্তগত হোন না কেন, ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা থাকা
- এই সম্পর্কে চৈতন্য থাকা যে এই অধিকারগুলি কখনওই কেউই হরণ বা লঙ্ঘন করতে পারে না
- নিজের থেকেই এই অধিকার অর্জনের জন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা, এবং এই আশা না করা যে অন্য কেউ দয়াপরবশ হয়ে বা দাবি মেটানোর মতো করে কাউকে তার অধিকার অর্জনে সাহায্য করবে

- অধিকার কী ও কাকে বলে সেই সম্পর্কে বাস্তববাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা থাকা দরকার। সকলেরই এই ধারণা থাকা প্রয়োজন যে কোনও ব্যক্তিরই অধিকার অসীম নয়, এই অধিকার কখনওই শূন্য থেকে পাওয়া সম্ভব নয়, পৃথকভাবে এই অধিকারের কোনও অস্তিত্বই নেই। অন্যের প্রতি কোনও অন্যায় করা হলে, সেই অন্যায়ের পরিবর্তে কিভাবে উভয়ের স্বার্থজড়িত সমাধান পাওয়া সম্ভব সেই বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

জোট তৈরি: জোটের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রস্তাবিত জোটের সম্ভাব্য সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠীর আলোচনায় বেশ কিছু সুপারিশ উঠে এসেছিল। এটা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই নাগরিক সংগঠনের জোটের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তার সদস্য সংগঠনের দক্ষতাবর্দ্ধনের, এবং এই জোট যৌন সংখ্যালঘু ও এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে এটাও ঠিক করা হয়েছে যে এই জোট এমন কোনও কাজে অংশ নেবে না যার ফলে সদস্য সংগঠনের কাজ দু বার করে করা হয়ে যায়। এর পরিবর্তে এই জোট সেই কাজকে যাতে আরও শক্তিশালী করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হবে। জোটের কাজ কি কি হতে পারে সেই বিষয়ে (মূলত দক্ষতাবর্দ্ধন ও জোটের পক্ষসর্থনের কাজের সমন্বয় করা) ও এই জোট কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে (মূলত ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচী তৈরি এবং নেতৃত্ব, কসজের স্বচ্ছতা আর সকলের কাছে কৈফিয়ৎ যোগ্যতার সফল রূপায়ন) সেই সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের যে সকল পরামর্শ আছে তা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এই বিবরণে।
এই বিবরণের শেষ পরিচ্ছদে - সিদ্ধান্ত ও উপদেশ - তিনটি মূল বিষয়ের জন্য সমীক্ষার থেকে উদ্ভুত সিদ্ধান্তগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: প্রকল্পের লগফ্রেম অ্যানালিসিসের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন (বিশেষত পরিমাপক সূচকগুলির পরিবর্তন); সম্ভাব্য ফল পাওয়ার জন্য মুখ্য কর্মসূচী নির্ধারণ; এবং প্রস্তাবিত জোটের পক্ষসমর্থনের বিষয় সম্পর্কে উপদেশ।

মুখ্য কর্মসূচী:

- জোটে উপস্থিত মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠীদ্বয়ের যে বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠী রয়েছে জোটের কাজকর্মে তাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব খুঁজে বের করা ও তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির কাজের নিয়মিত পর্যালোচনা করা
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের যে সকল পরামর্শ রয়েছে জোট তৈরি ও তার কাজকর্ম সম্পর্কে তার যথোপযুক্ত রূপদান করা - বিশেষত দক্ষতাবর্দ্ধন ও জোটের পক্ষসমর্থনের কাজ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাগুলি বিবেচনা করে রূপদান করা
- প্রস্তাবিত জোটে যারা সম্ভাব্য সদস্য সেই সকল নাগরিক সংগঠনগুলির কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা দক্ষতাবর্দ্ধন কর্মসূচীর নকশা প্রস্তুত করা
- পক্ষসমর্থনের কাজের ও প্রকল্পের অংশীভূত পরিষেবাগুলির যুক্তিগ্রাহ্যতার জন্য প্রামাণ্য নথি প্রস্তুত করা যাতে মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পরিষেবাগুলি সহজগম্য ও সহজলভ্য হয়
- প্রকল্পের অংশীভূত পরিষেবাগুলির (স্থায়ী তথ্যকেন্দ্র ও ভ্রাম্যমান তথ্যকেন্দ্র, টেলিফোন ও ই-মেল হেল্পলাইন এবং বৈদ্যুতিন তথ্যকেন্দ্র) সঠিক রূপদান করা যাতে মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পরিষেবাগুলি সহজগম্য ও সহজলভ্য হয়

এই বিবরণের শেষভাগে প্রস্তাবিত জোটের **পক্ষসমর্থনের বিষয় কি কি হতে পারে সেই সম্পর্কে কিছু উপদেশ** দেওয়া হয়েছে। সেইগুলির মধ্যে মুখ্য হলো: মুখ্য উপকৃত জনগোষ্ঠী ও তাদের যারা প্রভাবিত করে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দপ্তরের কাছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা আরও বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট করা; বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে এইচ.আই.ভি. অবস্থান জনিত কারণে ও যৌনতার নিরিখে যে সকল ঘৃণা, বৈষম্য আর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তার প্রতিবাদ করা; এইচ.আই.ভি. নিয়ে যারা বেঁচে আছেন বা যারা যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আইনি ক্ষেত্রে ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পক্ষসমর্থনের কাজ করা; সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যাতে পাওয়া যায় তার জন্য পক্ষসমর্থন করা। যে জোটের কথা ভাবা হচ্ছে সেই জোটে এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন এবং পক্ষসমর্থনের জন্য দরকার মতো কোন কোন বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়াও এই জোট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি খুঁজে বের করবে যা নিয়ে এই জোট পক্ষসমর্থনের কাজ করবে।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা: এই সমীক্ষায় যে যে সিদ্ধান্তে (মূলত সংখ্যাভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলি) উপনীত হওয়া গেছে সেগুলি সর্বক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কখনওই এই সিদ্ধান্তগুলিকে সকল এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত বা যৌনসংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত মানুষজনের উপর প্রযোজ্য সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় কারণ এই সমীক্ষায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সহজলভ্যতাকে সমীক্ষার নমুনাকরণের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সেই কারণে প্রকল্পের অন্তর্বর্তীকালীন ও প্রকল্প শেষ হওয়ার পর যে সমীক্ষা হবে তাতে এই সীমাবদ্ধতাকে দূর করার জন্য এলোপাথারি নমুনা সংগ্রহ এবং আরও বৃহৎ নমুনার উপর ভিত্তি করে সমীক্ষা চালানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে বলেও তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ অনেকেই দূর অঞ্চলে থাকেন যেখানে যোগাযোগ করা বেশ কষ্টকর কাজ এবং তাদের অন্যান্য যে সকল কাজের অগ্রাধিকার ছিল তার সঙ্গে এই সমীক্ষার সময়ের তফাতের জন্যও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি। যে সকল মানুষ এইচ.আই.ভি. নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের যখন এই সমীক্ষায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তারা এ.আর.টি. ওষুধ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ততার কারণে সমীক্ষাটিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন নি। উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে মুখ্য জনগোষ্ঠীর অর্ন্তগত কোনও উপ-গোষ্ঠীর মানুষদেরও, যেমন মহিলা থেকে পুরুষ রূপান্তরকামী, সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভবপর হয় নি। উড়িষ্যার সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে কোনও সমকামী বা উভকামী নারীর প্রতিনিধিত্ব পাওয়াও সম্ভব হয় নি।

যে সংস্থাগুলি এই প্রকল্প ও সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত

সাথী : সাথী (সলিডারিটি অ্যান্ড অ্যাকশন এগেইনস্ট দি এইচ.আই.ভি. ইনফেকশন ইন ইন্ডিয়া)-এর দর্শন হলো এইচ.আই.ভি. মহামারীর প্রতিরোধে পরিকল্পিত ও সমবেত প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভবপর করে তোলা। ভারতে যে সকল ব্যক্তি বা সংস্থা এইচ.আই.ভি. মহামারী প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে তাদের দক্ষতাবর্দ্ধন করার সাথীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দক্ষতাবর্দ্ধনের কাজ সাথী করে থাকে মূলত পাঁচটি পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে: সকলের মধ্যে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, সকলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, পক্ষসমর্থন, গবেষণা ও প্রায়োগিক সহায়তা (www.saathii.org)।

ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড : ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় তাদের যে সকল সহযোগী সংস্থা রয়েছে তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচ.আই.ভি. বিষয়ে কাজ করে। ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে, এই দৃষ্টিভঙ্গী দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে পাওয়া সম্ভব হয় সেই বিষয়ে দাবি করার অধিকারকে অনুমোদন করে। ইন্টার‍্যাক্ট ওয়ার্ল্ডওয়াইড পিছিয়ে পরা মানুষদের মধ্যেও যারা আরও প্রান্তিক, যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার, তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে (www.interactworldwide.org) ।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) : এই বিভাগটি ব্রিটিশ সরকারের একটি অংশ। দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার যে সহায়তা করে থাকে দরিদ্র দেশগুলির প্রতি সেই কাজটির দেখভাল এই বিভাগটি দেখাশোনা করে। এই বিভাগের কাজ সাধারণভাবে দুটি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে কাজ করে থাকে। প্রথমত, সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্য (মিলেনিয়ম ডেভেলপমেন্ট গোল)-এর লক্ষ্যে যাতে পৌঁছনো সম্ভবপর হয়, এবং ২০১৫ সালের ভিতর যাতে রাষ্ট্র সংঘ (উইনাইটেড নেশনস)-এর সংকল্প অনুযায়ী বিশ্বের দারিদ্রের পরিমাণ অর্ধেক করে ফেলার যে আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এই বিভাগ কাজ করে সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। দ্বিতীয়ত, সরকারের জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগত চুক্তি বেশ কিছু উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এই বিভাগ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো কতটা সম্ভবপর হলো তা বিচার করে। এই বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সরকার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগ, এবং ইউরোপিয়ন কমিশনের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে থাকে (www.dfid.gov.uk)।